সপ্তম অধ্যায়

বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার বিশদ পর্যালোচনা

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন ঘটেছে তিনটি বা চারটি স্তর অতিক্রম ক'রে। (১) বৈদিক (কেউ কেউ এই স্তরটিকে আবার প্রাচীন এবং অর্বাচীন এই দুই ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন) (২) ইতিহাস-পুরাণের (Epic Sanskrit) সংস্কৃত এবং (৩) ভারতীয় আর্যের চিরায়ত সাহিত্যের (classical literature) পাণিনি-পতঞ্জলি সম্মত শিষ্ট সংস্কৃত ভাষা। রামায়ণ-মহাভারত তথা পুরাণসমূহের ভাষা অনেকটাই পাণিনি-নির্দিষ্ট সুবন্ধনযুক্ত শিষ্ট আর্য ভাষার সংগে সাধর্ম্য রক্ষা করলেও তার মধ্যে অনিয়মিত, এবং স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বাগ্‌ব্যবহারের যথেচ্ছ প্রয়োগ দেখা যায়। সে আলোচনা পরে হবে। আপাততঃ বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক আলোচনা থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুই প্রান্তিক-স্তরের পরিচয় নেওয়া যাক।

বৈদিক সাহিত্য হ'তে ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতরণ করলে শুধু যে ভাষা-ছন্দ-ব্যাকরণগত পার্থক্যই চোখে পড়ে তা' নয়; উভয়ের ভাবগত পার্থক্যও যথেষ্ট অনুভব করা যায়। বৈদিক সাহিত্য প্রধানতঃ ধর্মীয় তত্ত্ব এবং দার্শনিক ভাবনা ও তার ব্যাখ্যাতে উৎসর্গীকৃত। কিন্তু সংস্কৃত চিরায়ত সাহিত্য রাজসভার দরবারী সাহিত্য, তার ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, সামাজিক পরিবেশ সবই গেল ব'দলে। ধর্মীয় চিন্তাধারার একই

সূত্র অনুসৃত হ'লেও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করার মত। ইন্দ্র-বরুণ, মিত্র, অদিতি ইত্যাদি বৈদিক দেবতাদের প্রাধান্য পরবর্তী-কালে ক্ষীণ হ'য়ে গেছে; সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে ত্রিমূর্তিবাদ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের আরাধনার বৈচিত্র্য। কেউ কেউ এমনও বলেন বৈদিক প্রাণোচ্ছল এবং আশাবাদী দর্শন এ'যুগে এসে অনেক পরিমাণে নৈরাশ্য এবং হতাশার দ্বারা কবলিত। তবে একথা সত্য যে বেদের সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবপ্রকাশের পদ্ধতির পরিবর্তে চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্যে কৃত্রিম বাগাড়ম্বর, শব্দচিত্র এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য তথা ছন্দ-অলঙ্কারের বাহুল্যপূর্ণ ঝংকার অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

বৈদিক এবং সংস্কৃত উভয়েই 'দেবভাষা' নামে প্রসিদ্ধ। উভয়ের ধ্বনিগত বৈসাদৃশ্য বিশেষ নেই। কিন্তু ব্যাকরণগত বিচারে উভয়ের মধ্যে অসংখ্য পার্থক্য বর্তমান। শব্দরূপ এবং ধাতুরূপের বিচারে দেখা যায় বৈদিক ভাষায় কাল এবং ভাববোধক এগারোটি ল-কার ছিল। ধ্রুপদী সংস্কৃতে অভিপ্রায় বা লেট্-এর প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত। লঙ্ (imperfect), লুঙ্ (aorist) এবং লিট্ (perfect)—এই তিনপ্রকার অতীতকালের ব্যবহার থাকলেও তাদের বিভিন্নতার কোন বিশিষ্ট তাৎপর্য সংস্কৃতভাষায় রক্ষিত হয়নি। বেদে লুঙ্-পর্যায়ের ধাতুরূপেও অনুজ্ঞা (imperative), সম্ভাবক (optative) এবং অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ (subjunctive and injunctive) ভাবসমূহ ছিল। সংস্কৃতে এই ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। ধাতুর গণবিভাগগত বিশিষ্টতার নিয়ম বেদে বহু সময়ে লঙ্ঘিত হ'য়েছে, কিন্তু পাণিনি-নির্দিষ্ট ভাষায় তা সম্ভব ছিল

Scanned with OKEN Scanner

না। তাই পাণিনি নিজেই ব্যাকরণগত বিধান নির্দেশ করে আবার বলেছেন "ছন্দসি ব্যত্যয়ো বহুলম্"। ৫) ধাতুরূপ গঠনে বেদের বৈচিত্র্য অন্যভাবেও ছিল। যেমন সংস্কৃতের লট্-উত্তম-পুরুষ-বহুবচনে মস্-বিভক্তির পাশাপাশি বেদে মসি-বিভক্তির প্রয়োগও ছিল। ["ইদন্তো মসি"] ফলে 'এমঃ' স্থলে 'এমসি' ["নমো ভরন্ত এমসি"—ঋ. ১।১।৭], 'স্মঃ' স্থলে 'স্মসি' ["ত্বম্ অস্মাকম্ তব স্মসি"] ইত্যাদি ব্যবহার প্রায়ই চোখে পড়ে। ৬) তাছাড়া আছে এক 'শৃণু'-পদের স্থানে শৃণু, শৃণুহি, শৃণুধি, শ্রুধী ইত্যাদি নানা রূপের প্রয়োগ। বৈদিক বহু উভয়পদী ধাতুর কেবলমাত্র আত্মনেপদী রূপটিই সংস্কৃতে গৃহীত হ'য়েছে।

৭) বৈদিক ভাষায় উপসর্গের ব্যবহারের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। তা ধাতুর পূর্বে, পরে, এবং ধাতুর থেকে বিচ্ছিন্ন, ব্যবহিত ভাবেও প্রযুক্ত হ'তে পারত। সংস্কৃতে উপসর্গ কেবলমাত্র ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত হ'তে পারে। ফলে বেদে "উপ ত্বাগ্নে...নমো ভরন্ত এমসি" [ক্রিয়াপদ—উপৈমসি], "মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি" [আগহি নয়], "বিতন্বতে প্রতিভদ্রায় ভদ্রম্", এবং "হরিভির্যাহি ওক্ আ" [ক্রিয়াপদ আযাহি]—সর্বপ্রকার প্রয়োগই দেখা যায়।

৮) সংস্কৃতে অসমাপিকা ক্রিয়ার ভাববোধক তুমুন্-প্রত্যয়টির ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। কিন্তু বেদে তার সংগে আরও প্রায় সতেরোটি প্রত্যয়ের বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। [পাণিনির সূত্র তুলনীয় —"তুমর্থে সে-সেন্-অসে-অসেন্ ..তবেনঃ", "ঈশ্বরে তোসুন্-কসুনৌ" ইত্যাদি]। ফলে সং. 'জীবিতুম্'-এর বৈদিক বৈকল্পিক

'জীবসে'-পদ ছিল। এই রকম সং. 'হন্তুম্' বেদে 'হন্তম্' এবং 'হন্তবৈ' ("ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ"—দেবীসূক্ত]; অথবা "মধ্যা কর্তোঃ বিততং সংজভার" (সংস্কৃতে কেবল "কর্তুম্" পদই সিদ্ধ) ইত্যাদি। ৯) অন্যান্য কৃদন্ত (participles & gerunds) প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বেদের ভাষার বৈচিত্র্য সংস্কৃতে হ্রাস পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে সংস্কৃতের 'হিত্বা' পদের বৈদিক বৈকল্পিক রূপ ছিল 'হিত্বায়' (তুলনীয় "হিত্বায় অবদ্যং পুনরস্তম্ এহি"—অক্ষসূক্ত, ঋ. ১০।৩৪)। এছাড়া কৃত্বী, ভূত্বী ইত্যাদি প্রয়োগ ছিল। সংস্কৃতে কেবল কৃত্বা, ভূত্বা এই রূপগুলিই সংরক্ষিত হ'য়েছে।

১০) শব্দের রূপরচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের তুলনায় বেদের ভাষার বৈচিত্র্য অনেক বেশী। একই বিভক্তি এবং বচনে বেদের একাধিক পদের মধ্যে সংস্কৃতে একটিকেই 'শুদ্ধ' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হ'য়েছে। অকারান্ত শব্দের প্রথমা বহুবচনে, যেমন দেব-শব্দের ১মা বহুবচনে 'দেবাঃ' এবং 'দেবাসঃ' (পাণিনিসূত্র "আজ্জসেরসুক্") দুটি রূপ ছিল। সংস্কৃতে দেবাঃ-পদটিই সিদ্ধ। এইভাবে প্রথমা-দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে, তৃতীয়া বহুবচনে বহু বৈকল্পিক পদ সিদ্ধ হ'ত। তুলনীয় সং. 'দেবৈঃ', কিন্তু বেদে তার পাশাপাশি 'দেবেভিঃ' (অবশ্যই মুনিভিঃ, সাধুভিঃ—ইত্যাদির সাদৃশ্যে) পদও ছিল। "দেবো দেবেভিরাগমত্"। ১মা-২য়া-তে নরৌ-এর পাশাপাশি 'নরা' পদ সিদ্ধ ছিল। এইরকম অন্যত্রও। ১১) অনেক সময় বিভক্তি যুক্ত না ক'রে তার লোপ অথবা পূর্ববর্ণের দীর্ঘতা অথবা অন্য কোন প্রত্যয়ের ব্যবহার করা হোত। উদাহরণ স্বরূপ "যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্" [প্রকৃত পক্ষে 'ব্যোম্নি' এই ৭মী যুক্ত পদ শুদ্ধ],

Scanned with OKEN Scanner

"ধঃ শশমানম্ উতী" [উত্যা পদ সংস্কৃতে শুদ্ধ]। বৈদিক বহু ব্যঞ্জনান্ত শব্দ সংস্কৃতে স্বরান্ত রূপে পরিবর্তিত। যেমন বৈ. নক্ত্ > সং. নক্ত, বৈ. বিশ্ > সং. বিশ ইত্যাদি। কিছু শব্দ আবার সংস্কৃতে হ্রস্বস্বরান্ত, কিন্তু বেদে প্রায়শঃ দীর্ঘস্বরান্তরূপে দৃষ্ট। বিশিষ্ট উদাহরণ 'রাত্রি' শব্দ। বেদে তা অধিকাংশ সময়ে দীর্ঘস্বরান্ত। যেমন "ঔচ্ছত্ সা রাত্রী", "আত্রাত্রী সিমস্মৈ বাসন্তনুতে" ইত্যাদি।

সর্বনাম শব্দের রূপগঠনের বিপুল বৈচিত্র্যও সংস্কৃতে যথেষ্ট সংকুচিত হ'য়েছে। ধ্রুপদী সাহিত্যের সংস্কৃতে কোথাও বেদের যুষ্মে, অস্মে, কস্মে অথবা ত্বা, ত্বীনম্, ত্বায়ম্ ইত্যাদি প্রয়োগগুলি দেখা যায় না।

সংস্কৃতের মত বেদের ভাষায় সন্ধির বন্ধনের নিয়মাবলী অত সুনির্দিষ্ট ছিল না। বেদে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে একই পদে দুটি স্বরবর্ণ পাশাপাশি অবস্থান করে; যেমন তিতউ, প্রউগ, সুউত্যঃ ইত্যাদি; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় তা একেবারেই অসম্ভব। "সংহিতৈকপদে নিত্যা"—এ নিয়ম সর্বত্র অবশ্যই পালনীয়। আবার অনেক সময় কোন ব্যঞ্জনবর্ণ, বিশেষতঃ অর্ধস্বরকে সম্প্রসারিত করে সন্ধিবিযুক্তরূপে প'ড়তে হ'ত। যেমন 'ব্যোমন্' লেখা থাকলেও পড়তে হবে 'বিওমন্' এইভাবে। "সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে" এখানে ছন্দোরক্ষার প্রয়োজনে "সুঅস্তয়ে" এইভাবে উচ্চারণ করতে হবে।

বেদের ভাষায় সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যা অল্প। তিনটির বেশী পদের একপদীভাব খুবই কম। কিন্তু সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্যের কৃত্রিম বাগ্‌বিস্তারের আড়ম্বরে সমস্তপদের দীর্ঘতার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই প্রসঙ্গে দণ্ডী বিরচিত 'দশকুমারচরিতম্', বাণভট্টের 'কাদম্বরী' অথবা শ্রীহর্ষের রচনার নিদর্শন স্মরণীয়।

বেদের সমাসবদ্ধ পদ অনেক সময়ে পদান্তরের দ্বারা ব্যবহিত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। উদাহরণ—"দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে।"

বৈদিক ছন্দের সংখ্যা ছিল মূলতঃ সাতটি—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী। কিছু মিশ্রিত ছন্দ যেমন 'পিপীলিকামধ্য' ইত্যাদিও ছিল তবে কাঠামো মোটামুটীভাবে ঐ সাতটিকে নিয়েই সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্যে সম-অর্ধসম-বিষম তিন প্রকার ছন্দেরই বিপুল বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। উভয়ের ছন্দঃপ্রয়োগের সাধর্ম্য একটি বিষয়ে রক্ষিত হ'য়েছে—উভয় স্তরেই ছন্দ প্রধানতঃ অক্ষরমূলক। তবে সংস্কৃতে মাত্রামূলক 'জাতি'ছন্দের ব্যবহারও দেখা যায় (উদাহরণ "গীতগোবিন্দম্" গ্রন্থ)।

বৈদিক এবং সংস্কৃতভাষার ধ্বনি-সাধর্ম্যের কথা আগেই বলা হ'য়েছে। দুই ভাষাতেই বর্ণসমূহ সমান; কিন্তু বেদে একটি নতুন ধ্বনির পরিচয় পাই—ল্. (ळ) এবং ল্.হ (ळ्ह)। উদাহরণ অগ্নিমীলে পুরোহিতম্। চিরায়ত সংস্কৃতে এই ধ্বনি সম্পূর্ণ লুপ্ত। কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণের বিষয়ে কিছু মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন পাণিনিসম্মত ভাষায় বলা হ'য়েছে ক-বর্গের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ (অকুহবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ), কিন্তু কোন প্রাতিশাখ্যে বলা হ'য়েছে "কবর্গস্তু জিহ্বামূলীয়ঃ"। সুতরাং হয়ত বেদে ক-বর্গকে জিহ্বামূলীয়রূপেই উচ্চারণ করা হ'ত।[1]

বৈদিক ভাষা ছিল স্বরপ্রধান, তথা সুরপ্রধান। স্বরসমূহের যথাবথ উচ্চারণের ব্যাকরণগত এবং শব্দার্থগত গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত

[1] palatal gutteral, এবং velar-এর পার্থক্য কি এই থেকেই সূচিত?

বেশী। রূপদী সংস্কৃতে স্বরের গুরুত্ব নেই। বৈদিক ভাষায় স্বরের গুরুত্ব কত বেশী ছিল তার চরম উদাহরণরূপে "ইন্দ্রশত্রু" শব্দটিকে উল্লেখ করা হয়। শব্দটি আদ্যুদাত্ত হ'লে বুঝতে হবে এখানে বহুব্রীহি সমাস হ'য়েছে এবং তার অর্থ হবে 'ইন্দ্র যার শত্রু'; কিন্তু যদি তা অন্তোদাত্তরূপে পঠিত হয় তবে বুঝতে হবে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হ'য়েছে এবং শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে 'ইন্দ্রের শত্রু'। এই উচ্চারণের তথা স্বরসঞ্চারের ভুলের ফলে ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষী এক দৈত্য যজ্ঞ করলেও, যজ্ঞাগ্নি থেকে যে অসুর উদ্ভূত হ'ল ইন্দ্র তার শত্রু হ'লেও যজ্ঞকারী দৈত্যকে সে নিহত করেছিল। তাই বলা হ'য়েছে—

"মন্ত্রো দুষ্টঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥"

বেদের তুলনায় পরবর্তী সংস্কৃতে মূর্দ্ধন্য বর্ণের সংখ্যা অধিক। তার কারণ সম্ভবতঃ ভারতীয় আর্য্য ভাষার উপরে অনার্য দ্রাবিড় এবং অষ্ট্রিক ভাষার প্রভাব। সংস্কৃতে ঐ দুই ভাষার বহু শব্দও গৃহীত হ'য়েছে। আবার বেদের কয়েকটি বিচিত্র শব্দের প্রয়োগ, যেমন মাকী, কেবট, সুম্ন প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার, লৌকিক সংস্কৃতে একেবারেই নেই। বৈদিক শব্দ সমূহের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটেছে লৌকিক সংস্কৃতে। যেমন বেদে 'বহ্নি' শব্দের অর্থ 'বহনকারী', লৌকিক সংস্কৃতে তার অর্থ শুধুই অগ্নি, 'কবি' শব্দের অর্থ ছিল 'ক্রান্তদর্শী', পরে তা শুধুই কাব্যরচনাকারীর অর্থ বোঝায়। বেদে

'অসুর' শব্দের অর্থ দেবতা, লৌকিক সংস্কৃতে তার অর্থ দেব বিরোধী। বৈদিক ভাষায় তার নিরুক্তি ছিল সম্ভবতঃ অসু-র (অসু=প্রাণ, অতএব প্রাণোচ্ছল, তুলনীয় "মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্") এবং পরে তা হ'য়ে গেল অ-সুর (ন > অ=বিরোধ)।

এই ভাবে দেখা গেল বৈদিক এবং লৌকিক উভয় ভাষাই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষারূপে পরিচিত হ'লেও উভয়ের মধ্যে একই ভাষার ক্রম-বিবর্তনগত পার্থক্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। শব্দ-ধ্বনি এবং রূপগত পার্থক্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনাই তা প্রমাণ করে।

এবারে আসা যাক উভয়ের মধ্যবর্তী ইতিহাস-পুরাণের এবং আদিকাব্য রামায়ণের ভাষা-বিচারে। অর্থাৎ এককথায় Epic Sanskrit-এর বিশ্লেষণে। একে 'মহাকাব্যের সংস্কৃত' বলছি না; কারণ এই পারিভাষিক সংজ্ঞার অর্থাৎ 'মহাকাব্যে'র যে বিশিষ্ট লক্ষণ সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা দিয়েছেন তার উদাহরণ সংস্কৃত চিরায়ত সাহিত্যের "রঘুবংশ", "কুমারসম্ভব" ইত্যাদি গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত নয়। রামায়ণকে আমাদের ভাষায় বলা হ'য়েছে 'আদি-কাব্য' এবং মহাভারতকে বলা হ'য়েছে 'ইতিহাস' বা 'পঞ্চম-বেদ'। Epic-এর বাংলা ক'রে এদেরকে 'মহাকাব্য' নামে চিহ্নিত ক'রলে সংশয়ের অন্ত থাকবে না।

এই সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে পাণিনীয় সংস্কৃতের বিশেষ পার্থক্য নজরে পড়ে না। কিন্তু খুঁটিয়ে বিচার করলে পাণিনিবিরুদ্ধ অনেক প্রয়োগও এই সাহিত্যে দেখা যায়। বৈদিক ধর্মাদর্শকে লোকায়ত করার প্রয়োজনে এই গণসাহিত্য রচিত হ'য়েছিল। তাই সাধারণ্যে

Scanned with OKEN Scanner

প্রচলিত কথ্য-সংস্কৃতের বহু শিথিলতা তাকে স্পর্শ ক'রেছে। এমন কি বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতের সংগেও এর যোগ রয়েছে। ইতিহাস পুরাণের ভাষার সংগে প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃতের বিশেষ সাধর্ম্য নেই। পাণিনীয় ব্যাকরণ এবং প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা মোটামুটী অবহিত। সুতরাং তার মানদণ্ডে মহাকাব্যের পৃথক্ বৈশিষ্ট্যগুলির পর্যালোচনা করা যাক।

রামায়ণ-মহাভারতে পূর্ণ কাব্যরচনার মাঝে মাঝে ছোট ছোট গদ্য বাক্য দেখা যায়। যেমন 'সঞ্জয় উবাচ', 'ধৃতরাষ্ট্র উবাচ' ইত্যাদি। রামায়ণ এবং মহাভারত উভয়ত্রই লিঙ্গ এবং বচনের বিপর্যয় প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ফলে 'পুত্রদারেণ' 'চন্দ্রাদিত্যৌ' ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যায়। আবার রামায়ণে অনেক স্থানে প্রহরণ, কূল, অস্ত্র, শস্ত্র ইত্যাদি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গে এবং আশ্রম, সন্তাপ, পশু ইত্যাদি পুংলিঙ্গ শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত। ফলে "বিবিধান্ অস্ত্রান্ ধনধান্যপশূনি চ" এই প্রয়োগ সেখানে মেলে।

শব্দরূপের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথমেই ব'লতে হয় বহু ব্যঞ্জনান্ত শব্দকে রামায়ণ-মহাভারতে স্বরান্তরূপে দেখা যায়। সুতরাং 'পক্ষিম্', 'মহিমাম্', 'তপস্বীনাম্' ইত্যাদি প্রয়োগ সেখানে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট। সমাসান্ত নিয়ম বিধির লঙ্ঘনের ফলে 'পতিনা' 'ধর্মরাজানম্' ইত্যাদি পদ পাওয়া যায়। এই প্রয়োগ সম্ভবতঃ সাদৃশ্য ঘটিত (analogical)। শব্দরূপ রচনার ক্ষেত্রে বিভক্তি বিপর্যয়ও প্রায়ই ঘটেছে। বিশেষতঃ প্রথমা ও দ্বিতীয়া এবং চতুর্থী ও ষষ্ঠীর ক্ষেত্রে তা' অধিক লক্ষিত। সর্বনামের ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠীর একবচনে

৪র্থীর 'তুভ্যম্' ও 'মহ্যম্' পদের ব্যবহার এবং তৃতীয়াতে ৪র্থী এবং ৬ষ্ঠীর 'মে' ও 'তে' পদের ব্যবহার দেখা যায়।

ধাতুরূপের ক্ষেত্রে অ-বিকরণজাত প্রয়োগাদর্শের প্রতি অধিক প্রবণতা লক্ষিত হয়। ফলে উপাসন্তে, হিংসামি, সমাশ্বস ইত্যাদি অপাণিনীয় ধাতুরূপের সন্ধান সেখানে বিরল নয়। এছাড়া ব্যতিক্রমস্থানীয় প্রয়োগ হ'ল 'ব্রবীমি'-স্থলে 'ব্রূমি', 'জহি'-স্থলে 'জহীহি' ইত্যাদি।

কর্মবাচ্য এবং কর্তৃবাচ্য তথা আত্মনেপদ এবং পরস্মৈপদের বিপর্যয়ও প্রায়ই দেখা যায়। ফলে √শ্রু কর্মবাচ্যে 'শ্রূয়ন্তি' এই রূপ পেয়েছে। রামায়ণে এবং মহাভারতে লঙ্, লিট্ ও লুঙের ব্যবহারগত পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে। মহাভারতের তুলনায় অবশ্য রামায়ণে লিট্-এর প্রয়োগ বেশী। নিষেধার্থক 'মা' যোগে আগমযুক্ত পদের প্রয়োগ রামায়ণ-মহাভারতে খুব বেশী দেখা যায়। উদাহরণরূপে "মা ত্বাম্ কালোঽত্যগাত্" "মা মন্যুবশম্ অন্বগাঃ", "মা বালিপথম্ অন্বগাঃ" ইত্যাদি প্রয়োগের উল্লেখ করা যায়।

অসমাপিকা কৃদন্ত পদগঠনের বিষয়ে রামায়ণ-মহাভারতে সেট্ ও অনিট্ এবং উপসর্গ যুক্ততা ও উপসর্গ বিহীনতা এই ভেদ-গুলি প্রায়ই লঙ্ঘিত হ'য়েছে। ফলে 'আনেতুম্' এর পরিবর্তে সেখানে 'আনয়িতুম্' এবং 'চরিতুম্'-স্থানে 'চর্তুম্' এই পদ দেখা যায়। অন্যান্য তুলনীয় উদাহরণ 'কর্ষিতুম্', 'বেত্তুম্' ইত্যাদি। উপসর্গ-যোগে ল্যপ্ এবং অন্যথায় ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় প্রযুক্ত হবে— এই বিধির বহু ব্যতিক্রম সেখানে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে

Scanned with OKEN Scanner

'পূজ্য', 'প্রাপয়িত্বা', 'দৃশ্য' ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ-বিধান লঙ্ঘিত হওয়ার ফলে 'জিজ্ঞাসন্তঃ', 'দিদৃক্ষন্', 'প্রেক্ষন্তঃ', 'চিন্তয়ান' ইত্যাদি প্রয়োগ দুর্লভ নয়।

মহাভারতের তুলনায় রামায়ণে সমাসের অনিয়ম কম। মহাভারতের কয়েকটি ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগ হিসেবে 'ধর্মরাজ্যানম্', 'রথপন্থানম্' ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এছাড়া শিথিল সমাসবন্ধনদোষ প্রায়ই দেখা যায়। যেমন "তস্য দর্শনতৃষ্ণাম্" ইত্যাদি।

পদক্রম বা বাক্যরীতির বিচারে বলা চলে রামায়ণ ও মহাভারতে ৫মীর অর্থে ৬ষ্ঠীর ব্যবহার এবং ৫মী-স্থলে তৃতীয়ার ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়। একটি বিশিষ্ট উদাহরণ—

"প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ"। লৌকিক সংস্কৃতে অপেক্ষার্থে পঞ্চমী বিধান অনুসরণ ক'রে 'প্রাণেভ্যঃ' পদ শুদ্ধ। কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে বচনবিপর্যয়ও দেখা যায়। 'এনম্' 'স্ম' ইত্যাদি বাক্যের আদিতে ব্যবহারের অযোগ্য পদসমূহ বাক্যের প্রারম্ভে প্রায়শঃ ব্যবহৃত হ'য়েছে।

পুরাণের ভাষার এর চেয়ে বেশী নিজস্ব আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কয়েকটি শিথিল ও দুষ্ট ব্যাকরণগত প্রয়োগ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে ভাষাতত্ত্বের বিচারে পুরাণের সংস্কৃতের কোন গুরুত্ব বা অভিনব ভূমিকা নেই ব'ললেই চলে। সুতরাং T. Burrow-কে উদ্ধৃত ক'রলে ব'লতে হয়—"Linguistically these compilations are not of great interest, except occasionally in the matter

of vocabulary, and many, particularly the later ones, testify to the deficient education of their authors in grammar."

সংক্ষেপে এইখানে সমাপ্ত হ'ল বৈদিক, লৌকিক ও ইতিহাস বা জানপদ সংস্কৃত ভাষার ভাষাগত বিচার, বিশ্লেষণ ও বিবরণপঞ্জী।

Ref.

G. Shastri	History of Sans. Literature.
P. D. Gune	An Introduction to Comp. Phil.
Whitney	Sanskrit Grammar.
S. Sen	History & Pre-history of Sanskrit.
প. মজুমদার	সং. ও প্রা. ভাষার ক্রমবিকাশ
ধী. সাহা	ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্যভাষা
T. Burrow	The Sanskrit Language.
Taraporewalla	Elements of the Science of Language

Scanned with OKEN Scanner